Tuesday Talk

JUNE 2024

HOSTED BY: RESEARCH DEVELOPMENT CELL AND FACULTY COUNCIL IN COLLABORATION WITH IQAC, PRASANTA CHANDRA MAHALANOBIS MAHAVIDYALAYA, KOLKATA

DATE: 18.06.2024
TIME: 1:00 P.M.
VENUE: TEACHERS' ROOM
MODERATOR: DR. TANIMA PAUL DAS

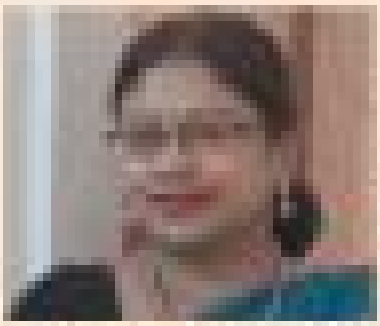

"SOCIAL MEDIA MARKETING: A GOOD STRATEGY FOR MARKETERS AS WELL AS CONVENIENCE FOR CUSTOMERS "

Prof. Deballna Mitra
SACT-1
Department of Commerce

" [illegible] "

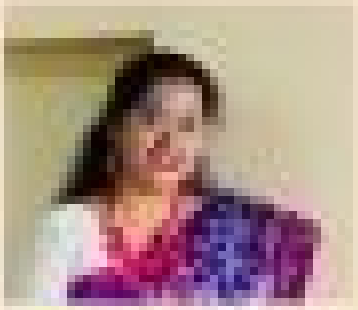

Dr. Mousumi Bose
SACT-1
Department of Bengali

TUESDAY TALK_June, 2024

SOCIAL MEDIA MARKETING: A GOOD STRATEGY FOR MARKETERS AS WELL AS CONVENIENCE FOR CUSTOMERS

*Presented by **Debalina Mitra**, SACT – 1, Department of Commerce*

Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

Abstract:

Social media marketing is the process of creating content for social media platforms to promote your products and/or services, build community with your target audience, and drive traffic to your business. With new features and platforms emerging every day, social media marketing is constantly evolving. Social media marketing covers all steps and initiatives you undertake when you manage your social media channels to promote and sell your brand, products, and services. This can include promoting and scheduling social posts, replying and interacting with customers, or analyzing the results of your efforts. Social media marketing helps brands to raise awareness, sell products or services, build a community, advertise to target audiences, or provide customer service. In today's digital age, social media has become an integral part of our lives. From connecting with friends and family to staying updated on the latest news and trends, social media platforms have revolutionized the way we interact and engage with the world. However, the impact of social media goes beyond personal connections and entertainment. It has also become a powerful tool for businesses to enhance customer engagement and retention. In this article we will explore the various ways in which social media can be leveraged to build strong customer relationships, acquire new customers, enhance brand awareness, and foster customer loyalty. Whether you are a social media marketer or a business owner, understanding the power of social media in enhancing customer engagement and retention is crucial for staying ahead in today's competitive market. So, our objective in this article is to explore the vast potential that social media holds in transforming businesses.

Speaker

কবির সৃষ্টিতে গদ্য-আখ্যান

*Presented by **Dr. Mousumi Bose**, SACT – 1, Department of Bengali*

Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

Abstract:

১৯৩৩ সালের ২৫শে নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহড়ু গ্রামে জন্ম কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। মামাবাড়িতে দাদুর ও বিধবা মাসির তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠলেও ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় তাঁকে কলকাতায় মা ও মামাদের কাছে চলে আসতে হয়। কলকাতায় এসে ১৯৪৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ভূগোলের মাষ্টারমশাইয়ের সংস্পর্শ তাঁকে ক্রমশ রাজনীতি ঘনিষ্ট করে তোলে।এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া সবই ঘটে তাঁর জীবনে। ১৯৬১-তে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’ এবং প্রথম গদ্য-আখ্যান ‘কুয়োতলা’ প্রকাশিত হয়। তিনি বেশ কিছুদিন হাংরি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬১-তেই প্রথম চাইবাসা ভ্রমণ ও শীলা নাম্নী নারীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তা পরিণতিপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯৬৭-তে মীনাক্ষী চট্টোপধ্যায়কে বিবাহ করেন। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৫-তে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তিন মাসের মেয়াদে যুক্ত হন এবং সেখানে ১৯৯৫-র ২৩ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় একজন উচ্চমানের কবি ও গদ্যকার বটে। তাঁর গদ্য ও পদ্যগুলি সমসাময়িক। তাই উভয়ের প্রভাব উভয় ক্ষেত্রেই পরবে সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর গদ্যের মধ্যে ‘কুয়োতলা’, ‘দাঁড়াবার জায়গা’, ‘কিন্নর কিন্নরী’ ‘অবনী বাড়ি আছো’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘নিরুপমের আখ্যান’-এর মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকাহিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর জন্ম থেকে বড় হয়ে ওঠার কাহিনি পাই ‘কুয়োতলা’ গদ্য-আখ্যানে। তিনি যেহেতু কবি তাই তাঁর বহু কবিতার কথা আমরা গদ্যের মধ্যে পাই। ‘কুয়োতলা’-য় তাঁর বেড়ে ওঠার কাহিনি পাই। আর এই বেড়ে ওঠার

কথা পাই ‘এখনো নিঃসঙ্গ কেন’, ‘চলে যায়’ কবিতার মধ্যে। কলকাতায় চলে আসার প্রাক্-মুহূর্তে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের চিত্র পাই ‘একা একা আমার কলকাতা’ কবিতায়। ‘সোনার মাছি খুন করেছি’ কাব্য, ‘শিকড়ের মতো একা’, ‘নীলপদ্ম লালপদ্ম’ কবিতায় তাঁর ক্ষুৎপীড়িত কলকাতার নাগরিক জীবনের কথা পাই। চাইবাসা (প্রথম ও দ্বিতীয়) ভ্রমণ, প্রথম প্রেম, প্রেমিকার কথা, প্রকৃতির বর্ণনা সবই পাই ‘অন্ধকার শালবন’, ‘চাইবাসা ১৯৬২’ কবিতাগুলিতে। ‘সখীসংবাদ’ পত্রিকার সূত্রে মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ‘বিবিকাহিনী’ গদ্যে তার উল্লেখ রয়েছে। আনন্দবাজারে চাকরিরত অবস্থায় নকশালদের নজরে পড়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর বাসাবদল করতে হয়, রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। নকশালদের সম্পর্কে জানতে পারি তাঁর ‘রক্তের দাগ’ কবিতা থেকে। হাংরি আন্দোলনের কথা রয়েছে তাঁর ‘হৃদয়পূর’ গদ্য-আখ্যানে’। ১৯৯৫ সালে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সৃষ্টিশীল রচনার রহস্য পড়ানোর কাজে যুক্ত হন। বাংলা বিভাগের পুনর্মিলন উৎসবের জন্য ‘অকালবৃষ্টিতে’ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। এটি তাঁর সর্বশেষ রচনা। ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কথনশৈলী, আখ্যানশৈলী-সব দিক থেকেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বতন্ত্র ।

Speaker